ফিফটি ট্যু বার্কিং রেড ডগস

ফিফটি টু বার্কিং রেড ডগস

সামিউল আজীম

প্রকাশন

উ ৎ স র্গ

খোকাকার্টেল

সূচিপত্র

এবনরমাল	৭
ভাইব্রেশন	৮
একটা বিষের প্যাকেট	৯
ঠোলা	১০
ব্লারি ভিশন	১১
আমার তারিখ মনে নেই	১২
আকাল আসুক	১৩
গোসল	১৪
হাইপারবোলা	১৫
আর্কিমিডিস	১৬
হিট	১৭
তিন তিরিক্ষা কত?	১৮
টিপ	১৯
অ্যাল্যুমিনিয়ামের ডানা	২০
বাসন্তী বাতাস ভেরি বিউটিফুল	২১
ফার্মেন্টেশন	২৫
অ্যালফাবেট	২৭
প্যাকেজ	৩৭
ডাউন ট্যু হেল	৩৮
এস্ ট্রে	৩৯
জীবনানন্দ দাশ; আপনাকে	৩৯
রাজনীতি	৪১
বন্ধু ফ্যান	৪৩
প্রতিদান	৪৫
বিনিময়	৪৯
টেক ইট অর লিভ ইট	৫১
এডিকটেড না এফেকটেড?	৫৬
ইউটোপিয়া	৫৭
ব্ল্যু লেডি	৫৯
বরফ-পানি	৬৩
পাইপ	৬৫
কন্ট্রোল ইউর কন্ট্রোলারস	৬৬
খোকন খেলা	৬৯
পালাবার অনেক সুযোগ ছিলো	৭১

এবনরমাল

সবাই এত ফিসফিস করে কথা বলছে কেনো?
অন্তত মাইল পাঁচেক দূরে একটা কুকুর কান্না করছে
নিস্তরঙ্গ বেজে যাচ্ছে পুরাতন গির্জার চার্চ বেল।
আপনারা এইসব শব্দ বন্ধ করবেন?
আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে, আমি কিছু আলাদা করতে পারছি না
এইসব কী? আমার স্বর, আমার মাথা থেকে আলাদা হলো কবে?
এইসব কী? আমি এতই যাগ্রত যে আমি নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি–
এইসব কী? আমি সব শুনেও কিছু বুঝতে পারছি না
আমি যা যা বুঝতে যাচ্ছি হারিয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে। এইসব কী?
হচ্ছে আমার সাথে? নিশ্চই না।
হয়ৎ, আমি উত্তাপ আর নিস্তব্ধতা মিলে এবনরমাল হয়ে যাচ্ছি।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

ভাইব্রেশন

প্রত্যেক কোয়ান্টামের ছন্দ আমার নত মুখে
দুলে দুলে উঠছে হৃদয়ের প্রত্যেকটা শিরা-উপশিরা
আর্তনাদের মত ভেসে ভেসে নাই হয়ে যাচ্ছে ব্লাড প্রেশার
আমার চোখ কাপছে
কাপছে আমার নতমুখ—যেন স্তন বৃন্তের কম্পন কোনো আনাড়ি হাত।
আমার দৃষ্টি কাপছে—ভেতরে জিভ খেয়ে ভরে গেছে পেট।
ফুসফুস?—আমি শ্বাস নিতে পারছি না,
রাত যত বড় হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে খুনের সংখ্যা, কমে আসছে শ্বাস
প্রত্যেকটা শ্বাসে দীর্ঘশ্বাস লক্ষনীয়
আমার দাঁত? ভুল কথায় যাবেন না—আমার ডেনটিস্ট প্রয়োজন
এর থেকে বেশি প্রয়োজন এই কম্পন থামানো।
প্রত্যেক কোয়ান্টামের দোলন স্থানান্তরিত হচ্ছে আমার লোমকূপে
আলপিনের মতন বিধে বিধে উঠছে পশম হয়ে।
গিটার টা থামাবেন প্লিজ? আমার ভাইব্রেশন হচ্ছে।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

একটা বিষের প্যাকেট

এত সবরের পর, নিয়মিত সমুদ্র স্নানের গল্পও
হারিয়ে যেতে থাকে সমুদ্র গহ্বরে, প্রতিদিন,
দৈনিক সব গুলো দিনের গুচ্ছ আমার কাছে
একটা দিন হয়ে ফিরে আসে বারবার—আমি
মেলাতে পারি না, আজ থেকে গত পরশু ঠিক
কতটা দূরে গতকাল থেকে। বাতাস চলাচল বন্ধ
বিষ জমা হতে থাকে দেওয়ালে, নামছে নামছে
গলে গলে ধ্বসে যাচ্ছে আক্রান্ত বিষাদের দল
অথবা দল গুলো ভারি হচ্ছে প্রতিনিয়ত বুকের
পাশাপাশি। দুরত্বের ভাষায় দুইশত আটাশ কিলো
থেকে; একজন শৈনিক আসছে কোমরে টুথপেস্ট
ঝুলিয়ে।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

ঠোলা

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে একটা সবুজ আকাশ গায়ে জড়িয়ে
দাঁড়িয়ে আছে কতজন, মৌচাক? হ্যা মৌচাক। তাদের
সবার পেটে খুধা, আমাদের কাছে যে খাবার কিছু নেই?
খুধার্ত কুকুর যদিও আক্রমণ করে না, তবে বিত্তের খুধায়
আক্রান্ত ঠোলা দল আক্রমণ ভালোবাসে। ডিভাইস জমা
দিন, ব্যাগে কী? ব্যাগে ঈদুর মারার বিষ বাদে কিছু ছিলো
না, লিকুইড। যার ভেতর জমা ছিলো, অনেকগুলো আইরিশ
ফোক, রেডিওহেড, এক গুচ্ছ কবিতা। আমাদের হাজতে নেবেন
না? ও হ্যা, গাড়ির জন্য অপেক্ষা। এরপর, দরদাম, প্যানিক এট্যাক;
এখানে কোনো মেন্টাল হেলথ নেই জানেন?
দরদাম, একশ ডলারে ক্রয়করা একটা রাত, কিছু আইরিশ ফোক,
রেডিওহেড এবং কবিতা। আমরা আরও কিনে নেই
বিশ্বাস, পাথেয় হিসেবে কিছু সিগারেট। সেই ঈদুর বিষের
শিশির ভেতর এখন প্যাচপ্যাচে পাঁচটা গোলাপ বাসা বেধেছে।
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঠোলা কিছু না, কয়েকজন সবুজ আকাশ জড়িয়ে
দাঁড়িয়ে আছে, মৌচাক।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

ব্লারি ভিশন

ক্যামেরার লেন্সের ত্রুটি নয়, বডিতে কোনো ঝামেলা হয়েছে
আমি সব দেখছি কোনো এক থার্ড পার্সন দৃষ্টিকোণ থেকে
আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, অকালপক্ক চুলগুলো উড়ছে
শুয়ে আছে আমার নগ্ন ভঙ্গুর শরীর। আমি কিছু দেখতে
পারছি না, আমি সব অনুভব করছি—কম্পন আমার কাছে
দৃশ্য হয়ে ফিরে আসছে প্রতিবার, দৃশ্যের সাপেক্ষে আমার ভিশন
ব্লারড। ক্যামেরার লেন্সে কোনো ত্রুটি নেই, বডি তে কোনো ঝামেলা
হয়েছে। ঝাপসা? হাহাহাহা, হাসালেন। আমি সব স্পষ্ট দেখতে
পাচ্ছি, তবে অন্য কেউ হয়ে। আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, অম্লান
পড়ে আছে আমার নগ্ন ভঙ্গুর শরীর। আমি ভয় পাচ্ছি।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

আমার তারিখ মনে নেই

একদিন রাত থেকে দুপুর রাত, মৃত্যুমুখে পায়চারি করে
কয়েকশন কাটা নিয়ে পায়ে ফিরে এসেছিলাম স্টেশনে।
আমার তারিখ মনে নেই, তবে দিনটা আমার নখদর্পনে
ব শূণ্য র হতে, খন্ড ৎ বের করে এনেছিলাম সেইদিন
কেরেক্র্যাটিস আমার থেকে কেড়ে নিলো সেই রাঁ,
রাক্ষুসে এক হাসি, আবারো আমাকে যায়গা করে দেয়
নরকে, আকাশ তখনও লাল। ইপিজেড? নাকি হাবিয়ার
আগুন, জবাব দেবেন কেউ? ঐ দিন কারো কারো গ্লাসে
জমা হচ্ছিলো কটাক্ষ, ঐ দিন আমরা ভয়ে ভয়ে সাহসী
হয়ে উঠেছিলাম। চোরা বিপ্লব নয়, বিস্ময় ভর করে ছিলো
ট্রমার মত। আমার তারিখ মনে নেই, তবে ঐ দিন আমার
নখদর্পনে।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

আকাল আসুক

তোমাকে আমন্ত্রণ, আকাল আসো
ভর করো বুকে যেন কিশোরী ঝলমল হাসি–ভাদ্র,
আশ্বিন দুলে ওঠা নৌকা। সন্ধ্যা আসুক, ভর করো আমার স্নায়ু।
জানু থেকে হাটু অবধি ধুতরা ফুলের বসবাস, আয়োজন।
আসুক, ধুপ–ধাওয়া করুক আমার শ্বাসে।
দীর্ঘশ্বাস, মৃত্যুলোভ ভর করুক আমার স্নায়ু।

জেয়াসমিন–
সাময়িক উলু ধ্বনি, শাখ, নদী মৃত্যুর দীর্ঘদিন। আকাল, আসুক। ভর করুক আমার বুকে। ভেসে উঠুক, অশ্লীল সব ফুলের আয়োজন।
নীল, প্রবল নীল। তোমার ভাষায়–এভরি শেইডস অফ ব্লু।
মধ্যেখানে, তুমি।
এখনও হাজার সূর্যমুখী আঁকা বাকি, তাইতো?

পদ্মাপাড় : অন্তারমোড়, রাজবাড়ী

গোসল

স্নানঘরে লাইটের অসুখ করেছে, ঝর্না থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত
মিটিমিটি জ্বলো-নিভু করতে করতে জ্বলে থাকে সূর্য হয়ে
বেখায়ালে গায়ে পানি ঢাললেই ধুয়ে যাবে সব ক্লান্তি, কন্সট্রাকশনের
ধুলাময়লা, সিগারেটের ছাঁইপাশ, তোমার দেওয়া ছাব্বিশটা চুমু,
গালে, কপালে, ঠোঁটে, তর্জনি পেঁচিয়ে দিয়ে যাওয়া সবটুকু আদর।
মনে থাকবে—
সমুদ্র আমাদের প্রতিনিয়ত ঠকিয়েছে, বৃষ্টি আমাদের ভালোবাসলে
এত ভ্যাপশা কেনো লাগে বর্ষাকালে? ঝর্না দিয়ে রক্ত ঝরছে
প্রতিনিয়ত; আকাশি বালতি, হলুদ অসুখে ধরা লাইট, আমার
গোসলে কিচ্ছু প্রয়োজন নেই,
একটা প্রফুল্ল বাতাস এসে বরং ধুয়ে নিয়ে যাক
যা কিছু বাকি ছিলো নেবার, ঐ তো শুধু দুঃখটুকুই।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

হাইপারবোলা

একটা তারাকে কেন্দ্র করে চারটা তারা সরে যাচ্ছে
চার দিকে, চারিদিকে।
আমার শরীর সঙ্কুচিত
হচ্ছে প্রতি পলকে, পলকেই প্রসারিত
হচ্ছে চারটি তারার মত।
আগুন, আগুন ধরেছে
তার সারা গায়ে–পুড়ছে দেখুন, অসংখ্যবার
পুড়ছে রৌদের ঝুটি।
চর্বির আস্তরণ মাংস
মাংস নিতম্ব, স্তন, ক্লিটোরিস পুড়ছে, অসংখ্যবার।
আমাকে যৌনতার কোন
পথ শেখাবেন? শরু একটা নদী?
যার দু'পাশে মেহগনি বন; অথবা ম্যানগ্রোভ।
এ ম্যান শ্যুড গ্রো, বাট হাউ?
উফফ্, আপনারা আপনাদের হাউকাউ থামান
ঐ দেখুন, একটা তারাকে কেন্দ্র করে চারটা তারা
ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে চারদিকে।
~ঠিক ঠিক, ম্যাথাম্যাটিক্স।
না তো, জগতের সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান আছে
আয়নায়। বরং, আয়নায় আলো ফেলুন।

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা

আর্কিমিডিস

ন্যাঙটো লোকেদের মিছিল বের হয়েছে পথে
তারা সবাই দাবি করছেন তারা আর্কিমিডিস
হতে চান। অথচ, তাদের ঘরে সোনা নেই এক
তোকমাও। হিসেব কিতেব, নাহয় ছাড়ুন।কোন
রাজার মুকুটের ভ্যাজাল মাপছেন তারা? তবে,
এই মিছিলে তাদের দাবিদাওয়া কী কী? হ্যান্ডমাইকে
একজন বলে উঠলো "আর্কিমিডিস একজন মহাপুরুষ,
কারণ সে ন্যাঙটো হয়ে রাজদরবারে গিয়েছিলেন।
এই রাজপথ, আমাদের রাজদরবার।"
ঠিক একই সময় হুতু এক যুবক উলঙ্গ বসে, চুলে লাল মাটি মাখতে
মাখতে ভাবছে– সূর্য সোনার মত
চমকায় বলেই কি পুড়ছে আমার আগাগোড়া?

খোকাকার্টেল : কদমতলা, ঢাকা